বাঁশরিয়া

বাঁশরিয়া

নটরাজন

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬৮

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন : গৌতম রায়
মুদ্রণ : চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস, এন
রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা
৯ হইতে পি, কে, পাল কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীরথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

ও

শ্রীমতী প্রীতি বিশ্বাস-এর

করকমলে—

বাঁশরিয়া

প্রকৃতির পাহাড়ী খেলাঘরের খেলনা শহর গ্যাংটক।

যতদূর চোখ যায় কেবল পাহাড়ের সারি। তারই মাঝখানে সিকিম রাজ্যের রাজধানী এই ছোট্ট শহরটি যেন পাহাড়ের একঘেয়েমির মধ্যে একমাত্র বৈচিত্র্য। শহরের সবচাইতে উঁচু টিলার ওপর সিকিমরাজ চোগিয়ালের রাজপ্রাসাদ। তারই একপাশে বৌদ্ধ গুম্ফা, আর একটু নিচেই রাজ্যের সেক্রেটারিয়েট, যার তিব্বতী নাম 'তেস্‌লিং'।

এই তেস্‌লিংয়ের একেবারে শেষ প্রান্তে যেখানে পাহাড়টা শেষ হয়েছে সেখানে ভ্রমণকারীদের জন্যে পেতে রাখা একখানা বেঞ্চিতেই অধিকাংশ সময় দেখা যায় যুবকটিকে। না-কাটা চুলের বোঝা নিয়ে একটা বিরাট মাথা। দাড়ি গোঁফে ঢাকা মুখখানা। পরনে শতচ্ছিন্ন ট্রাউজার, গায়েও বহুদিনের না-ধোয়া ছেঁড়া জামার ওপর একটা ব্লেজারের ছেঁড়া কোট।

অনেকদিন আগে এক শীতের সন্ধ্যায় গ্যাংটকের পাহাড় পথের পাশে কুঁকড়ে পড়েছিল এই লোকটি। রাস্তায় লোকজন থাকলেও কেউই ফিরে তাকায় নি তার দিকে। যে যার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। এই স্বার্থকলুষ পৃথিবীতে অন্যের দিকে ফিরে তাকাবার সময় কোথায়? খোলা আকাশের নিচে পাহাড়ী শীতে একটি লোক যদি জমে পাথর হয়ে যায় তো দুনিয়ায় কার কি ক্ষতি হবে তাতে?

কিন্তু না, পৃথিবীতে সত্যিকারের মানুষের অভাব ঘটে নি, পরের দুঃখে কাতর হবার মত লোক আজও দু'দশজন আছে। আর তারা আছে বলেই পৃথিবীটা আজও এত সুন্দর। রূপে রসে গন্ধে বর্ণে আজও এত মায়াময়।